দৈনিক ইনকিলাব

74

তারিখ 11 MAR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ জিম্মি

মোঃ আবদুর রহিম ॥ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট গোটা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে।

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লাগামহীন ক্ষমতার কাছে সকলেই যেন অসহায়। নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, টাইম স্কেল, পেনশন এবং উন্নয়নমূলক কাজসহ সর্বত্র রয়েছে এদের দুর্নীতির ছোবল। উৎকোচ না দিলে এসব কাজের সমাধান আসে না। যারা এসব দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের মধ্যে অনেকেই একই টেবিলে ১৫/২০ বছর যাবত আস্তানা গেড়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। প্রাইমারী অধিদপ্তরে যারা কাজের জন্য আসেন তাদের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, অধিদপ্তরে ঢুকে শুধু কথা বলতে ৫০ টাকা ফী দিতে ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়। কাজের প্রকার ভেদে ৫শ' টাকা থেকে ২০/৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে হয়। জানা গেছে, চাকরি এবং পেনশন সম্পর্কিত বহু অভিযোগ ফাইল তদন্তাধীন হিসেবে ফাইলবন্দী হয়ে রয়েছে।

সূত্র মতে, চাকরি বয়সের শেষ দিকে কলেজ শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে যোগদান করার কারণে তারা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন-কর্মচারীদের নিকট তারা জিম্মি হয়ে পড়েন। একজন কর্মকর্তা একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি ও আচরণ সংযত করার কথা বললে পরবর্তীতে উক্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমা চাইতে হয়।

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে একস্থানে সর্বোচ্চ তিন বছর থাকার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একই পদে বা একই বিভাগে এক যুগেরও বেশী সময় অতিবাহিত করলেও তাদের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান কার্যকর করার সাহস কারও নেই বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির নেটওয়ার্ক-এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত থাকার কারণেই তারা এত ক্ষমতাধর।

অভিজ্ঞজনদের মতে প্রাইমারী শিক্ষা অধিদপ্তরে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির বিকল্প নেই।